

## سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

### ১২-সূরা ইউসুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত ও ১২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসৌম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ নাম রা। এইডলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

الرَّحْمٰنُ ۙ اٰتٰتِكَ الْكِتٰبَ الْبَيِّنٰتِ ②

৩। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৪। আমরা তোমার প্রতি এই যে কুরআন ওহী করিতেছি, উহার মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম রুডান্ত বর্ণনা করিতেছি অথচ তুমি ইতিপূর্বে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ④

৫। (তুমি সেই সময়েকে স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি এগারটি নকল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে— আমি উহাদিগকে দেখিয়াছি আমার জন্য সেজদাবনত অবস্থায় ।'

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ نَاقَةً وَالْقُرْءَانَ اَتِيْهِمْ لِيَّ سَاجِدِيْنَ ⑤

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, অন্যথায় তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু;

قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءُءَاكَ عَلٰى اٰخَوَتِكَ فَيَكِيدُنَا ۚ لَكَ كَيْدٌ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑥

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (ক্লাহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাহার নেয়ামতসমূহ তোমার এবং ইয়াকুবের বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ—ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন, ⑦

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ ۚ كَمَا اَتَتْهَا عَلٰى اٰبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑦

৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তাহার ভাইদের মধ্যে অনুসন্ধান-কারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ;

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَالْحُودِ آيَاتٍ لِّكَافِرِينَ ۝

৯। যখন তাহারা (একে অপরকে) বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভাবির মধ্যে নিপতিত;

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১০। (সূতরাং) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন দূরদেশে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সৃষ্টি কেবল তোমাদের জন্যই একচেটিয়া হইয়া যাইবে; এবং ইহার পরে তোমরা (তওবা করিয়া) সাধু লোক হইয়া যাইবে।'

إِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طُغُوهُ أَوْ اذْهَبُوا بِيُوسُفَ وَخُذُوا خُذُوا ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

১১। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না; যদি তোমরা (কিছু) করিতেই চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দাও; কোন কাফেরকে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَاتِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

১২। তাহারা বলিল, 'তৈ আমাদের পিতা! তোমার কি হইয়াছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস কর না, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۝

১৩। আগামীকলা তাহাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, সে আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং খেলা-ধলা করিয়া বেড়াইবে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফায়তকারী।'

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ ۝

১৪। 'সে বলিল, 'ইহা নিশ্চয় আমাকে বড় চিন্তান্বিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি এই ভয়ও করিতেছি যে, তোমরা তাহার সম্বন্ধে যখন গাফেল হইয়া যাইবে তখন নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

قَالَ إِنِّي يَخِدُونِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝

১৫। তাহারা বলিল, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফলে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা (বিশেষভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হইব।'

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَيْرُونَ ۝

১৬। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা একমত হইল এবং (তাহারা যখন তাহাদের দূরভিসন্ধি কার্যকরী করিল, আমরা তাহার প্রতি ওহী করিলাম (এই বলিয়া),

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْعِجْرِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَجِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ

নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবহিত করিবে, বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) বুঝিতেছে না ।'

لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾

১৭। এবং তাহারা রাহি সমাপনে কাদিতে কাদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল ।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছাটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম, তখন এক নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা সত্যবাদী হইলেও তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না ।'

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে স্মরণ করিয়া দেখাইয়াছে। সুতরাং উত্তম ভাবে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়ঃ, এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আছেন যাহার নিকট সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে ।'

وَجَاءُوا عَلَى قَنَبِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَيِّدٌ وَاللَّهُ السَّمِيعُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾

২০। এবং সেখানে এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাইল। এবং সে তাহার (চামড়ার) বালতি (কুপে) নামাইল। সে বলিল, 'বড়ই সুসংবাদ! এই যে এক বালক!' তাহারা তাহাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন ।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى هَذَا غُلْمٌ وَاسْرُوءُ بِصَاحِبِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা তাহাকে সন্ম মূল্যে কতক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিল না ।

وَسَرَّوهُ بِشْرَيْنَ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَأَلُوا فِيهِ مِنَ الرَّهْبَانِيِّنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং মিশরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার ভ্রাতাকে বলিল, 'তুমি তাহার সম্প্রদানজনক বসবাসের ব্যবস্থা কর। সে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এই ভাবেই আমরা ইউসুফকে সেই দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং (ইহা আমরা এই জন্য করিলাম) যেন আমরা তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। এবং আল্লাহ তাহার কার্য সম্পাদনের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না ।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فِصْرٍ لَا مَرَاتِبَ أَكْرَمَى مَثْوَاهُ عِنْدَ أَنْ يَنْفَعَا أَوْ تَنْفِكَ وَكَذَلِكَ وَكَّلْنَا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল, আমরা তাহাকে বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিলাম। বস্তুতঃ এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

২৪। এবং যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে থাকিত, সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে (কুর্মে) প্ররোচিত করিতে নাগিল এবং সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'তুমি আস।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে (তোমাদের সহিত) বসবাস করিতে দিয়াছেন, নিশ্চয় যান্নমগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

وَرَأَوْنَاهُ الْيَوْمَ فِي بَيْنِنَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَهُ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٤﴾

২৫। এবং স্ত্রীলোকটি (ইউসুফের সম্বন্ধে) সংকল্প দৃঢ় করিল; এবং সেও স্ত্রীলোকটির (নিকট হইতে সরিয়া যাওয়ার) সংকল্প দৃঢ় করিল। যদি সে তাহার প্রভুর উচ্ছন্ন নিদর্শন না দেখিত (তাহা হইলে সে এইরূপ সংকল্প করিতে পারিত না), এই ভাবেই (ঘটনাটি সংঘটিত) হইয়াছিল যাহাতে আমরা তাহার নিকট হইতে মন্ম আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করিতে পারি। নিশ্চয় সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهَا رَبُّهُ لَكُنْتَ لِنَصْرَفٍ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٥﴾

২৬। এবং তাহারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াইল এবং (টানাটানির মধ্যে) স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পিছন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকটে দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে) বলিল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্বীর সহিত মন্ম আচরণ করিতে চাহে তাহাকে কয়েদ করা অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেওয়া বাতীত তাহার শাস্তি আর কি হইতে পারে।'

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَةَ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْ سَيْدَهَا لَهَا الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَمَّنَ أَوْ يُعَذَّبَ أَلَيْسَ

২৭। সে (ইউসুফ) বলিল, 'সে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিল।' সেই সময় স্ত্রীলোকটির পরিভ্রম হইতে একজন সাক্ষী (এই বলিয়া) সাক্ষা দিল যে, পুরুষটির জামা যদি সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصَةُ قَدْ مِنْ ثِيَابٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٦﴾

২৮। কিন্তু যদি পুরুষটির জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَإِنْ كَانَ قَيْصَةُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٧﴾

২৯। সুতরাং যখন সে (গৃহস্থানী) দেখিল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক হইতে ছিড়ি, তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারী জাতির এক কৌশল। নিশ্চয় তোমাদের কৌশল বড় উন্নতকর।

فَلَمَّا رَأَيْتُمُوهُ فَذَمُّوهُ قَالَ إِنَّهُ مِنَ كَيْدِكُنَّ  
إِنْ كُنْتُمْ عَظِيمًا ⑨

৩০। হে ইউসুফ! ইহা উপেক্ষা কর, এবং হে স্ত্রীলোক! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ  
إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ⑩

৩১। এবং সেই শহরের মহিলাগণ বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে চাহে। সে তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) গভীর প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে। নিশ্চয় আমরা তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ  
فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑪

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের কানায়ুমা গুনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতে) ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ভোজ-সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) একটি করিয়া ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, 'তাহাদের সম্মুখে বাহির হও।' যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে অতি মহান বাস্তিরূপে পাইল। এবং (বিশ্বময়ে) তাহাদের নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'আল্লাহরই মায়াবী। এই বাস্তি মানুষ নহে, এই বাস্তিতো এক মহান ক্রিয়াকলাপ।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ  
لَهُنَّ مَتْنًا وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا  
وَقَالَتْ أَخْرِجِي عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا أَتَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ  
أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا  
إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ⑫

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'দেখ, এই সেই বাস্তি যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল। এবং যদি সে এ কথা পালন না করে যাহা আমি আদেশ দিব, তাহা হইলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ এবং লাজিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَتْ ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ  
عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ  
لَيَسْجَنَ وَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ⑬

৩৪। সে (দোষা করিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাকিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রতি খুঁকিয়া পড়িব এবং অজন্মের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ  
وَلَا أَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ  
مِنَ الْجَاهِلِينَ ⑭

৩৫। সূতরাং তাহার প্রভু তাহার দোয়া শুনিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে তাহাদের চণ্ডান্ত দূর করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রভা, সর্বজ্ঞানী।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

৩৬। অতঃপর তাহারা (আশীষ ও প্রধানগণ তাহার নির্দোষ হওয়ার) চিহ্নাবলী দেখিয়া নহিল, ইহার পরও তাহাদের মনে হইল (নিজেদের সুনাম রক্ষার্থে) অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেই।

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِي بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَّاتِ لِيَمْلِكُنَّهُ  
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহার সহিত কারাগারে আরও দুই জন যুবক প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি (আম্বুর হইতে) মদ নিংড়াইতেছি, এবং অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি আমার মাথার উপর কুঠি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখীরা ঝাইতেছে। তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বল; নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي  
أَرَيْتُ أَحْصِي خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَيْتُ أَخْلُ  
فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأٌ بَاطِلٌ  
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمَحْضِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব। ইহা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা করারূপে যোগ্যতা) এই জন্য যে, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিশ্চয় আমি ঐসকল লোকের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখে না এবং যাহারা পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا نَبَأٌ كَذِبٌ وَنَبَأٌ  
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمْتَنِ رَبِّي أَنِّي تَوَكَّلْتُ  
مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُلَاقُونَ اللَّهَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كَافِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহ্র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের উচিত নহে। ইহা আমাদের এবং সকল মানুষের উপর আল্লাহ্র বিশেষ ফয়ল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না;

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার কারাবাসী সংসীদয়! পরস্পর বিরোধী বহু সংখ্যক প্রভু উত্তম না প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ উত্তম?

يُصَاحِبِي السِّجْنَ ءَأَزْيَابٌ مُتَفَتِحَةٌ فَوْنٌ خَيْرٌ أَمِ  
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾

৪১। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কতকগুলি (কল্পিত) নামের ইবাদত করিতেছ, যেগুলি রচনা করিয়াছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ কোন স্পষ্ট দলিল নাযেল করেন নাই। আদেশ দিবার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্র। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيَّمْتُمُوهَا  
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا مِنْ لُطْفٍ إِنَّ  
الْعِلْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ

(কোন কিছু) ইবাদত করিবে না। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না;

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

৪২। হে আমার কারাবাসী সংগীদয়! তোমাদের এক জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ পান করাইবে; এবং অন্য জনের বিষয় এই যে, সে ক্রুশবদ্ধ হইবে এবং পাখীরা তাহার মাথা হইতে আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সলা করা হইয়াছে।

يَصَاحِبِيَ النَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا  
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ  
فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٨٣﴾

৪৩। এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারণা করিয়াছিল যে সে মুক্তি লাভ করিবে তাহাকে সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিও।' কিন্তু শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট সমরণ করা হইতে ডুলাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং কয়েক বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল।

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ  
رَبِّكَ فَأَنَسَ الشَّيْطَانُ وَكَرِهَ لَهُ فَلَكَ فِي النَّجْنِ  
يُضَعُّ سِينٌ ﴿٨٤﴾

৪৪। এবং বাদশাহ্ (তাহার সভাষদগণকে) বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি সাতটি মোটা গাভী, যেগুলিকে সাতটি ক্ষীণ গাভী খাইতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুকনা। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তাহা হইলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দাও।'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوَاءٍ يَأْكُلْنَ  
سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ يَأْكُلْنَ  
الْمَلَاقُتُونَ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٨٥﴾

৪৫। তাহারা বলিল, 'এইগুলি এলোমেলো স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি।'

قَالُوا اضْطَبَّ أَحْلَامُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ  
بِغُلَامِينَ ﴿٨٦﴾

৪৬। এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং (অন্য) অনেকদিন পরে সমরণ করিল সে বলিল, 'আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা অবহিত করিব; সুতরাং আপনারা আমাকে পাঠাইয়া দিন।'

وَقَالَ الَّذِي بَخَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اذْهَابِ أَنَا أَنْتِمْ  
تَأْوِيلُهُ فَأَرْسِلُونِ ﴿٨٧﴾

৪৭। (সে ইউসুফের নিকট যাইয়া বলিল), 'ওহে সত্যবাদী ইউসুফ! তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা বল—(স্বপ্ন দেখা) সাতটি মোটা গাভী সম্বন্ধে যাহাদিগকে সাতটি ক্ষীণ (গাভী) খাইয়া ফেনে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুকনা (শীষ) সম্বন্ধে—যেন আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাই, যাহাতে তাহারা (স্বপ্নতত্ত্ব) অবহিত হইতে পারে।'

يُؤَسِّفُ إِلَيْهَا الصَّادِقِينَ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوَاءٍ  
يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
يَبْسُتُ لَعَلَّيْ رَاجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

৪৮। সে বলিল, 'তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া চাষাবাদ করিবে, অতঃপর তোমরা যে ফসল কাটিবে

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ

৩২ মিন দাব্বাতিন-১২

উহা সম্পূর্ণরূপে শীঘ্রসহ রাখিয়া দিবে—কেবল ঐ অল্প অংশ ব্যতীত যাহা তোমরা খাইবে;

فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ১০

৪৯। অতঃপর, আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, যে বৎসরগুলি উহাদের জন্য তোমাদের পূর্ব হইতে সঞ্চিত সম্পূর্ণ শস্য খাইয়া ফেলিবে—কেবল ঐ অল্প পরিমাণ ব্যতীত যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَخْتَصُمُونَ ১১

৫০। অতঃপর, এমন এক বৎসর আসিবে যখন লোকদের (রুটির জন্য) ফরিয়াদ শুনা হইবে এবং তাহারা উহাতে (একে অপরকে) উপহার প্রদান করিবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُمْصَرُونَ ১২

৫১। এবং বাদশাহ বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট আন।' অতঃপর, যখন দূত তাহার নিকট আসিল, তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়াছিল নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত ভানভাবে জানেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرِيتُهَا فَمَنْ هِيَ قَالَتْ بَلَىٰ قَوْمِي فَاسِيءُوا إِلَيْهَا قَدْ كَذَبَ الْفُلُؤُوسُ الَّذِي فِي يَدَيْكَ فَتَقَبَّلَ مِنْهَا إِنَّ أَوْلَىٰ لَهَا عَذَابًا ১৩

৫২। সে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?' তাহারা বলিল, 'সে আল্লাহর ভয়ে (পাপ হইতে) নিজেকে বিরত রাখিয়াছিল—আমরা তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীপণের অন্তর্ভুক্ত।'।

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شَوَاحِدٍ قَالَتْ أَمْرَاتُ الْعَزِيزِ إِنَّهُنَّ حَصَصَ الْخُبْرَ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأَتْهُ لَمَنِ الضُّدِ ১৪

৫৩। (ইউসুফ বলিল, 'আমি) ইহা এই জন্য (করিয়াছি) যেন সে (আযীয) জানিতে পারে যে, আমি (তাহার) অগোচরে তাহার কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফলকাম করেন না;

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْغَاظِينَ ১৫



৫৪। এবং আমি আমার সভাকে ভ্রটিমুক্ত মনে করি না—  
নিশ্চয় আশ্বা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে' অত্যন্ত তৎপর—  
কেবল ঐ বাস্তব বাস্তবেরে যাহার উপর আমার প্রভু রহম  
করেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَمَا أَرْى نَفْسِي إِنْ النَّاسَ لَأَمَارَةٌ يَاسُوءُوا  
إِلَّا مَا نَجْمُ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ৫৪

৫৫। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তোমরা তাহাকে আমার নিকট  
আন, আমি তাহাকে নিজের জন্য মনোনীত করিব। অতঃপর,  
যখন সে তাহার সহিত আলাপ করিল, সে বলিল, নিশ্চয় অদা  
হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوْفِي بِهِ اسْتَحْضِضْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا  
كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ ৫৫

৫৬। সে বলিল, 'আপনি আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর  
(কর্মকর্তা) নিযুক্ত করুন, (কারণ) নিশ্চয় আমি যোগ্য  
রক্ষক এবং (খরচ পত্র নিয়ন্ত্রণে) বিশেষ পারদর্শী।'

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ৫৬

৫৭। এবং এইভাবে আমরা ইউসুফকে সেই দেশে ক্ষমতায়  
প্রতিষ্ঠিত করিলাম। সে তথায় যথেষ্ট অবস্থান করিত।  
আমরা যাহাকে ইচ্ছা আমাদের রহমত হইতে অংশ দান করি  
এবং আমরা পূণ্যবানগণের পুরস্কার বিনষ্ট হইতে দিই না।

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ  
يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ৫৭

৫৮। এবং পরকালের পুরস্কারই উত্তম তাহাদের জন্য যাহারা  
ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ৫৮

৫৯। এবং (যখন) ইউসুফের ভ্রাতৃবন্দ আসিল এবং তাহার  
নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল;  
কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ  
لَهُ مُنْكَرُونَ ৫৯

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সত্তার দিয়া (সফরে  
রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দিল তখন সে বলিল,  
'তোমাদের পিতার সত্ত্রে তোমাদের যে ডাই আছে  
তাহাকেও আনিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি  
তোমাদিগকে মাপ পূরা দিই এবং আমি উত্তম  
অতিথিপরায়াণ ?

وَلَمَّا جَعَلَهُمْ بِجَاهِهِمْ قَالَ اسْتَوْفِي بِأَخِي لَكُمْ  
مِنْ أَبِيكُمْ الْأَرْزُونَ أَتَى أَدْنَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرٌ  
الْمُنْزِلِينَ ৬০

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে  
তোমাদের জন্য (শস্যাদির) কোন মাপ (বরাদ্দ) হইবে না এবং  
তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا  
تَقْرَبُونَنِي ৬১

৬২। তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার  
সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা  
করিবই।'

قَالُوا سَرَادُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ৬২

৬৩। এবং সে তাহার কার্যরত শ্রবকদিগকে বলিল, 'তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের গাঁটরি-বাঁচকার মধ্যে রাখিয়া দাও যেন তাহারা ইহা তখন চিনিয়া লয় যখন তাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, (এবং) যেন তাহারা পুনরায় আসে।'

وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! (ভবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (শস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের মাপ (শস্য) লাভ করিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফায়তকারী।'

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَاصًّا لَّنْكَ لَئِن لَّهُ لَخُطُوبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বলিল, 'আমি কি তাহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর সেইরূপ বিশ্বাসই করিব যেইরূপ বিশ্বাস আমি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের উপর করিয়াছিলাম (এবং ফল পাইয়াছিলাম)? অল্লাহ্‌ই উত্তম হিফায়তকারী এবং তিনিই দয়া প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পরম দয়াময়।'

قَالَ هَلْ أُوتِيتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَ هُ ۖ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। যখন তাহারা তাহাদের মান-পত্র খুলিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পুঁজি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা (আর) কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এই দেখ, আমাদের পুঁজি আমাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য শস্যাদি আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফায়ত করিব, এবং আমরা আরও এক উক্ত বোকাই মাপ বেশী আনয়ন করিব। এই মাপ (পাওয়া) সহজ।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ سرَدَتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذَا بِضَاعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبْعِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُ بِكَ الْغَنَىٰ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর নামে (কসম খাইয়া) দৃঢ় অস্বীকার করিবে যে, কেবল (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে।' অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দৃঢ় অস্বীকার করিল, তখন সে বলিল, 'আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ্‌ উহার অভিভাবক।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مِنِّي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا كَمُتُوا قَامَ أَبُو يَٰسُفَ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না, বরং ভিন্ন ভিন্ন

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

দরজা দিয়া প্রবেশ করিও, বস্তুতঃ আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আদেশ তো একমাত্র আল্লাহরই। তাহারই উপর আমি ভরসা করি, এবং সকল ভরসাকারীগণকে তাহারই উপর ভরসা করা উচিত।

مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٥٩﴾

৬৯।। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল (ইয়াকুবের উদ্দেশ্যে পূর্ণ হইল), কিন্তু ইহা আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাদের কোন কাজে আসিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক অভিপ্রায় ছিল যাহা সে পূর্ণ করিল, এবং নিশ্চয় সে (মহা) জ্ঞানের অধিকারী ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নহে।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهُ وَرَأَاهُ لَدُوْلِهِمْ لَمَّا عَلَنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট আশ্রয় দিল, (এবং) সে বলিল, 'আমি তোমার ভাই; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি (এখন) দুঃখ করিও না।'

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَمَنَّسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾

৭১। অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরের জন্য) প্রস্তুত করিল, সে তাহার ভাইয়ের গাউরি-বোঁচকার মধ্যে একটি পান-পাত্র রাখিয়া দিল। ইহার পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'হে উটের কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِبْرَانُ أَنتُمْ لَمْرُؤُونَ ﴿٦٢﴾

৭২। তাহারা তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'তোমরা কি হারাইয়াছ ?'

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٦٣﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং যে ব্যক্তি ইহা (তানাহ) করিয়া।' অনিবে তাহার জন্য এক উটের বোঝা পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) হইবে, এবং আমি ইহার জিন্দাদার।'

قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمِكَاكِ وَلَئِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٦٤﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'আল্লাহর কসম! তোমরা ডানরূপে অবগত আছ যে, আমরা এই দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرْقِينَ ﴿٦٥﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (সাবাস্ত) হও তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে ?'

قَالُوا فَمَا جَزَاءُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

৭৬। তাহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি— যাহার গাটরি-বোচকার মধ্যে ইহা পাওয়া যাইবে সে-ই ইহার বিনিময়' হইবে। এই ভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।'

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ⑥

৭৭। অতঃপর সে তাহার (ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অনাদের বস্তা হইতে তল্লাশি আরম্ভ করিল। অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে সেই পাত্র বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ্ না চাহিতেন, সে বাদশাহর আইন-কানূনের মধ্যে নিজের ভাইকে আটক রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে চাহি (যর্যাদায়) উন্নীত করি, বস্তুতঃ সকল জানী ব্যক্তির উর্ধ্ব এক সর্বাধিক জানী সত্তা আছেন।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَةً مَنِ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ⑦

৭৮। তাহারা বলিল, 'যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ ইহাকে মনেই গোপন রাখিল এবং তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিল না। সে কেবল এতটুকু বলিল, 'তোমরা তো অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক; এবং তোমরা যাহা আরোপ করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবিশেষ অবহিত আছেন।'

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ⑧ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ⑨

৭৯। তাহারা বলিল, 'হে মহাত্মন! তাহার এক অতি রক্ত পিতা আছে, সূতরাং তাহার পরিবারে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ⑩

৮০। সে বলিল 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْْدَهُ إِذَا أَرَادْنَا لَظْمُوتٍ ⑪

৮১। অতঃপর, যখন তাহারা তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে নিরানায় চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে জেষ্ঠ্যজন বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ নামে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালনে অনেক অবহেলা করিয়াছিলে? সূতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে কোন ফয়াসলা না করেন, আমি এই দেশ কখনই পরিত্যাগ করিব না। বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম ফয়াসলাকারী;

فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَالَصُوا جَمِيعًا قَالَ كَيْدُهُمْ أَكْبَرُ تَعْلَمُونَ ⑫ إِنَّ أَكْبَرَهُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْهِمْ مَوَاقِفًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَزَعْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ غَيْرُ الْمُكِيدِينَ ⑬

৮২। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর বল, 'হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহি।

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ  
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَكَانُوا لِلْعَيْبِ  
خَوَظِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তুমি ঐ শহরকে (ইহার লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যাহাতে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকেও যাহার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا  
فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ﴿٨٣﴾

৮৪। সে বলিল, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য এক (মন্দ) বিষয়কে সুশোভিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক (এখন আমার জন্য) ধৈর্য ধারণই উত্তম। হইতে পারে যে, আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْثَلًا  
فَصَبِّرْ حَبِيلُ ۚ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا  
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٤﴾

৮৫। অতঃপর, সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য !' তখন দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে (তাহার দুঃখকে) চাপিয়া রাখিল।

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَافُ عَلَىٰ يُونُسَفَ دَايِعَتْ  
عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٥﴾

৮৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহর কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গুরুতর অসুখে পড় অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।'

قَالُوا تَاللَّهِ تَقْتَرُونَ أَتَذْكُرُونَ يُونُسَفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا  
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। সে বলিল, 'আমি আমার অস্থিরতা এবং দুঃখ কেবল আল্লাহরই নিকট নিবেদন করিতেছি, এবং আল্লাহর নিকট হইতে আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَخُوفِي إِلَى اللَّهِ وَعَلَّمُونِ  
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮। হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ এবং তাহার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না; কেননা আল্লাহর রহমত হইতে কাফের জাতি বাতিরেকে কেহ আদৌ নিরাশ হয় না।

يَكُنِّي أَذْهَبُوا فَتَسْتَشِرُّونَ يُونُسَفَ وَآخِيهِ وَلَا  
تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ  
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতঃপর, (পুনরায়) যখন তাহারা তাহার (ইউসুফের) নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'হে মহাশয় ! আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে মহা সংকট আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা যৎসামান্য পুঁজি আনিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে মাপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং (ইহা ছাড়া) আমাদিগকে কিছু সদকা দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সদকা দাতাগণকে প্রতিদান দিয়া থাকেন।'

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَتَنَّا وَاهْلَكْنَا  
الْقَرْ وَهِنًا بِوَسْطَاعِهِمْ مَرْجِعَهُ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٩﴾

১০। সে বলিল, 'তোমাদের কি উহা জানা আছে যাহা তোমরা ইউসূফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিনে, যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে) অস্ত ছিলে।'

১১। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই কি ইউসূফ?' সে বলিল, 'হাঁ আমিই ইউসূফ এবং এই আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয় সে (আল্লাহ্) তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ পরোপকারীদের পুরস্কার কখনও নষ্ট করেন না।'

১২। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতই আমরা অপরাধী ছিলাম।'

১৩। সে বলিল, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

১৪। তোমরা আমার এই জামাট লইয়া যাও এবং উহা আমার পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিও, তিনি (বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়) সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

১৫। এবং যখন (উটের) কাকেলটি রওয়ানা হইল, তাহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদিও বল যে, আমার মতিভ্রম হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসূফের দ্বান পাইতেছি।'

১৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চয় (এখনও) তোমার পুরাতন দ্রমে পড়িয়া আছ।'

১৭। অতঃপর, যেমনি (ইউসূফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা (ইয়াকুবের নিকট) আসিয়া পৌঁছিল, সে তাহার সম্মুখে (জামাটি) রাখিয়া দিল, তখন সে বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিতে পারিল। সে বলিল "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জাত হই তাহা তোমরা জাত নহ?"

১৮। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।'

قَالَ هَلْ عَلَيْكُمْ مَا مَكَلَّمْتُمُ يُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ①

قَالُوا وَآلَا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقْ وَيَصْصِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ②

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ③

قَالَ لَا تَتَرَبَّصَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَقْبِضُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ④

إِذْ هَبُوا بَيِّضِي هَذَا فَأَلْقَوْهُ عَلَى ذِرَاعِي يَأْتِي بَصِيرَةً وَأَنَا فِي يَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ⑤

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ نَقْنَدُونَ ⑥

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ⑦

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاتَرَدَّدَ بَصِيرَةً قَالَ أَمْ أَتَى لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ⑨

১৯। সে বলিল, ‘অবশ্যই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।’

১০০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট আসিল, সে তাহার পিতামাতাকে তাহার কাছে সম্মানপূর্ণ স্থান দান করিল এবং বলিল, ‘আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সকলে শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর।’

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে উদ্দাসনে বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার জন্য (আল্লাহর সমীপে) সেজদায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, ‘হে আমার পিতা! এই হইল আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন—(প্রথমতঃ) যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে (সসম্মানে) বাহির করিয়াছেন এবং (দ্বিতীয়তঃ) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর তিনি তোমাদিগকে মরু-অঞ্চল হইতে (বাহির করিয়া এখন আমার নিকট) আনিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি চাহেন সূপ্রসন্ন হন; নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।’

১০২। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্রমতার কিছু অংশ দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর প্রভা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং আমাকে সং কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিও।’

১০৩। ইহা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আমরা তোমার নিকট ওহী করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে একজোট হইয়াছিল এবং যড়যন্ত্র করিতেছিল।

১০৪। এবং যতই তুমি কামনা কর না কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না।

১০৫। অথচ তুমি এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ না। ইহা সারা দুনিয়ার (লোকের) জন্য এক সম্মানজনক উপদেশ বাতীত কিছু নহে।

قَالَ سَوْىٰ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ  
الرَّحِيْمُ ۝

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰٓى يُوسُفَ اٰوٰى اِلَيْهٖ اَبُوْهُ وَقَالَ  
اَدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِيْنَ ۝

وَرَفَعَ اَبُوْهُ عَلٰى الْعَرْشِ وَحَزَّوَالَهٗ مُجَدَّاهُ  
قَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا نَزَّلَ رَبِّىْ اٰى اٰتٰى مِنْ قَبْلِ  
جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ لِىْ اِذَا اَخْرَجَنِىْ مِنْ  
السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدَنِ مِنْۢ بَدْوٍ اَنْ تَرٰى  
الشَّيْطٰنَ يَبْنِىْ وَيَبْنٰى اِنْ اَخُوْنِىْ اِنْ رَبِّىْ لَطِيْفٌ  
لِّمَآ يَشَآءُ ۝ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

رَبِّ ذٰلِكَ اَتَيْتَنِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكِ وَعَلَّمَنِىْ مِنْۢ نَّوْوِلِ  
الْاَحَادِيْثِ فَاَطَرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىُّ  
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَكَّلْ عَلٰى سُلٰٓتِ الْغٰفِلِيْنَ ۝

ذٰلِكَ مِنْۢ نَّبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ  
لَدَيْهِمْ اِذَا جَعَلُوْا اٰمْرَهُمْ وَهُمْ يَسْكُرُوْنَ ۝

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

وَ مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْۢ اَجْرٍ اِنَّهٗ لَذٰكِرُ الْغٰفِلِيْنَ ۝

১০৬। এবং আকাশমন্ডলে এবং পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেজনকে তাহারা উপেক্ষা পূর্বক পাশ কাটাওয়া চলিয়া যায় এবং সেইজন হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

১০৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে না পরন্তু এমতাবস্থায় যে তাহারা সেই সত্ত্বা শিরকও করে।

১০৮। তবে আল্লাহর আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে—এই সম্বন্ধে কি তাহারা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের উপর সেই মুহূর্ত অকস্মাৎ আসিতে পারে এমতাবস্থায় যে তাহারা উপলব্ধিও করিতে পারিবে না ?

১০৯। হুমি বল, 'ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জানের উপর (অবিচল) থাকিয়া,— আমি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

১১০। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হইতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসুলরূপে) প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী নাযেল করিতাম। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? বস্তুতঃ যাহারা (আল্লাহর) তাকওয়া অবলম্বন করে, পরকালের বাসস্থান তাহাদের জন্যই উদ্ভূত। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি খাটাইবে না ?

১১১। এবং যখন রসুলগণ (কাফেরদের ঈমান আন সম্বন্ধে) নিরাশ হইল এবং (অপর দিকে) তাহারা (কাফেরগণ) ধারণা করিল যে, তাহাদের সত্ত্বা মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, তখন তাহাদের (রসুলগণের) নিকট আমাদের সাহায্য আসিল এবং যাহাদিসকে আমরা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম তাহাদিসকে বাঁচাইলাম। বস্তুতঃ অপরাধী জাতির উপর হইতে আমাদের শাস্তি কখনও রদ করা হয় না।

১১২। নিশ্চয় তাহাদের কাহিনীর মধ্যে বৃদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহা কখনও এমন কথা নহে যাহা স্বরচিত, বরং যাহা ইহার পূর্বে আছে ইহা উহার সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যানকারী এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

وَكَايْنِ فَنَآيَةٍ فِي السَّوَابِ وَالْأَرْضِ يَنذُرُونَ عَلَيْهَا  
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٦﴾

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٧﴾

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ  
تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٨﴾

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيصٍ أَنَا وَمَنِ  
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٩﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ  
أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ  
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١٠﴾

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا  
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُفِخَ مِنْ نَارِهَا وَلَا يَرْدُ بَأْسُنَا  
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١١﴾

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا  
كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١٢﴾